দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ২ ...
২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ বাং

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে ঘাপলার সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষক নিয়োগের পরও তাহাদের বেতন প্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি স্থানে শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া ব্যাহত হইতেছে।

গাইবান্ধা সংবাদদাতা জানান, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের শূন্যপদের শতকরা ৫০ ভাগ পূরণের ক্ষেত্রে গাইবান্ধা সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

জানা যায়, গাইবান্ধা সদর উপজেলার শূন্য পদের মোট ৬টি পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য গত ৮ই এপ্রিল পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের দিন ধার্য করা হয়। ঐ দিন উপজেলা চেয়ারম্যান থাকিতে পারিবেন না বিধায় নির্বাহী অফিসারকে তাঁহার পক্ষে 'ইণ্টারভিউ বোর্ডের' চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের লিখিতভাবে দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু পিটিআই ছাত্রদের প্রতিবাদের মুখে ঐদিনের পরীক্ষা ১১ই এপ্রিল গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১১ তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ছুটিতে থাকায় তাঁহার পক্ষে নির্বাহী অফিসারের দায়িত্ব পালনকৃত উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 'ইণ্টারভিউ বোর্ডে' সভাপতিত্ব করেন এবং যথারীতি ৬ জনকে বোর্ডের পক্ষ হইতে সংসদ সদস্যের সম্মতিসহ মনোনয়ন দেওয়া হয়। পরদিন উপজেলা শিক্ষা অফিসার তাহাদেরকে নিয়োগ-পত্র প্রদান করেন। কিন্তু উপজেলা চেয়ারম্যান গত ২৩শে

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

১৯টি বিদ্যালয়ে ১৯ জন শিক্ষক

লামা (বান্দরবন), সংবাদদাতা জানান, শিক্ষকের অভাবে অত্র উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নাজুক অবস্থা বিরাজ করিতেছে। এ উপজেলার ৪৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯টি বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরিয়া মাত্র ১ জন করিয়া শিক্ষক নিয়োজিত আছেন।

জানা যায়, লামা উপজেল[া] জোরমনিপাড়া, হাসনা পা[ড়া] ফাইতং হেডম্যান পাড়া, আব্দি[...] রাম পাড়া, গজালিয়া হে[ড] ম্যান পাড়া, ছোট বমু, বোঁ[...] পাড়া, রংথং পাড়া, লাইল্যা[...] মার পাড়া, দোছড়ি মগ পাড়[া] ইয়াংছাপাড়া, শীলের খোয়[...] লাবছাইপাড়া, দন্দরী পাড়[া] সাবেক বিলছড়ি, পূর্ব চাম্বি মুস[...] লিম পাড়া, ত্রিডেভে (ঘিলাতল[ী]) বাইশপারী ও নাইক্ষংমুখ আ[...] দুলাহর ঝিরি প্রভৃতি প্রাথমি[ক] বিদ্যালয়ে মাত্র ১ জন করি[য়া] শিক্ষক আছেন। ফলে এ[...] বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদে[র] লেখাপড়ার মান কি রকম তা[...] সহজেই অনুমেয়। ইহাছা[ড়া] উল্লেখিত কিছু কিছু বিদ্যালয়ে[র] শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়মিত স্কু[লে] হাজির না থাকার অভিযো[গ] রহিয়াছে।

এদিকে আজিজ নগর শহী[দ] আবদুর রহমান ও রাজবা[ড়ী] বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যা[লয়] দুইটি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু[...] ভাবে চলিয়া আসিলেও স্কু[ল] দুইটি সরকারীকরণ না হওয়[ায়] উভয় স্কুলের ১০ জন শিক্ষ[ক] বিগত ৮ বছর ধরিয়া আর্থি[ক] অনটনে ভুগিতেছেন। উল্লেখ[্য] এলাকার জনসাধারণ পূনর্বাসি[ত] গরীব লোক বিধায় তাহাদের পক্ষে শিক্ষকদের ন্যূনতম ভাতা প্রদানও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

শিক্ষকের অভাবে

সৈয়দপুর সংবাদদাতা জানান, শিক্ষকের অভাবে নীলফামারী জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে। অপরদিকে শিক্ষক নির্বাচন করিবার পরও তাঁহাদিগকে কাজে যোগদান করানো সম্ভব হইতেছে না।

উল্লেখ্য, নীলফামারী জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৬৯টি এবং ইহাতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাজার ২৪২ জন বলিয়া জানা যায়। সেই মোতাবেক বর্তমানে শিক্ষকের প্রয়োজন ২ হাজার ৮৪৪ জন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক রহিয়াছেন ১ হাজার ৯১০ জন। ফলে বাকী আরও ৯৩৪ জন শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের ফলে জেলার প্রতিটি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ ক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাইতেছে এবং দিন দিন ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। কিন্তু শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজনীয় প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না।

শিক্ষকের শূন্য পদ

নাটোর সংবাদদাতা জানান নাটোরে প্রাথমিক শিক্ষকের [illegible] লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। অপরদিকে শূন্য পদ পূরণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থায় অনিয়মের অভিযোগে ইতিমধ্যে দুইটি মামলা রুজু করা হইয়াছে।

জেলা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জানান, ছয়টি উপজেলায় ৩৯৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বরাদ্দকৃত শিক্ষকের সংখ্যা এক হাজার ৭০৭ জন। ইহার মধ্যে বর্তমানে মোট ৪৯টি পদ শূন্য রহিয়াছে। ওদিকে সরকার সম্প্রতি শিক্ষকের শূন্য পদ পুরণের অনুমতি দিলে উপজেলা শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি নাটোর সদরে ৫ জন সিংড়ায় ১৬ জন, বাগাতিপাড়ায় তিনজন, গুরুদাসপুরে একজন ও বড়াই গ্রামে দুইজনকে নিয়োগ দান করে। ইহার মধ্যে নাটোর সদর ও সিংড়ার শিক্ষকদের ১৯৮৩ সালে নিয়ম বহির্ভূতভাবে নিয়োগকৃতদের পুনর্নিয়োগ করা হয়। উল্লেখ্য, তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারদ্বয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সদরে ২১ জন ও সিংড়ায় ২৭ জনকে সরকারী অনুমতি ছাড়াই নিয়োগ করেন। ফলে তাহাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন সংস্থা পৃথক পৃথক মামলা রুজু করে। বর্তমানে উল্লেখিত শিক্ষকদের মধ্য হইতে পুনর্নিয়োগ করা হইতেছে।

ওদিকে বড়াই গ্রাম উপজেলায় শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম করার অভিযোগে মামলা রুজু করা হইয়াছে। লালপুর উপজেলায় শিক্ষক নিয়োগের উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে। ফলে সেখানে শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হইতেছে না।

জাজিরা উপজেলায়

শরীয়তপুর হইতে জনৈক সংবাদদাতা জানান, জাজিরা উপজেলায় বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ১৬টি পদ শূন্য থাকায় বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটিতেছে। বিলাসপুর সাহেদালী মাদবরকান্দী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই/একজন করিয়া শিক্ষক রহিয়াছে বলিয়া উপজেলা শিক্ষা অফিসার জানান।